আলমডাঙ্গায় আলোকিত মাধবপুর সংগঠনের উদ্যোগে খেজুরগাছ রোপণ

আলমডাঙ্গায় আলোকিত মাধবপুর সংগঠন উদ্যোগে এলাকায় স্বেচ্ছাশ্রমে খেজুরগাছ রোপণ করেছে।

পরিবেশের বাস্তুরীতি এবং ভারসাম্য রক্ষায় খেজুর গাছের অবদান অপরিসীম। খেজুরের রস দাক্ষাশর্করা হিসেবে মানব দেহে শর্করার চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। রস অতিস্বাদের পানীয়। খেজুর ফলে প্রচুর পরিমানে প্রোটিন যুক্ত হওয়ায় মানুষের জৈবিক ও দৈহিক শক্তির যোগান দেয়। খেজুর পাতা পাটি, বিছানা, ঘর, ঝাড়ু তৈরি করতে ব্যাবহৃত হয়। খেজুর গাছ খড়ি হিসেবেও ব্যাবহার করা হয়।

খেজুর, তাল, নারিকেল গাছ বজ্রনিরোধক হিসেবেও কাজ করে। আকাশের মেঘ আকর্ষণ করে বৃষ্টি ঝরায়। খেজুর গাছের এই সব উপকারীতা উপলব্ধি করে এলাকার যুব সমাজ স্বেচ্ছা শ্রমে নিজ অর্থায়নে রাস্তার দুপাশে খেজুর গাছ লাগিয়েছিলেন।

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি তে উপস্থিত ছিলেন, আলোকিত মাধবপুর সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, মাধবপুর মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আশরাফ জাহান আবেদ, মাধবপুর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য আনিছুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর ওয়ার্ড সেক্রেটারি সজীব আহমেদ, মোঃ মেহেদী হাসান মাসুম, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ জীবন প্রমুখ।

মেহেরপুরে তথ্যপ্রযুক্তিকে

আলোকিত করছেন এস এম রাসেল

মেহেরপুরের প্রযুক্তি-উন্নয়নের আকাশে উদিত এক দীপ্তিমান নক্ষত্র এস এম রাসেল। তথ্যপ্রযুক্তির দুর্বার জোয়ারে তিনি যেন এক নির্ভীক রথী, যিনি নিজের মেধা, মনন ও অসামান্য পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন অসংখ্য বেকার যুবকের আলোকিত ভবিষ্যৎ। একবিংশ শতাব্দীর ডিজিটাল স্রোতের মহাচ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তিনি হয়ে উঠেছেন এক অনন্য স্বপ্নকারিগর, যিনি আইটি দক্ষতার আলোয় আলোকিত করছেন মেহেরপুরসহ সমগ্র দেশকে।

মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড পাড়ার সন্তান রাসেল বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয় NSDA পুলভুক্ত ICT Assessor হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একইসাথে তিনি মেহেরপুর শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রধান আইটি ইন্সট্রাক্টর এবং NSDA ও BTEB অনুমোদিত রশ্নি কারিগরি কম্পিউটার ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ের অধীন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)-এর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, তিনি NSDA-এর অধীনে ১০টি মর্যাদাপূর্ণ লেভেল সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে Level-6, Level-3, Level-4, Digital Marketing for Freelancing, Level-3 Computer Operation, Level-3 IT Support Services, Level-3 Graphic Design, Level-3 Graphic Design for Freelancing এবং Level-Tour Guide।

পাশাপাশি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (BTEB) কর্তৃক CBT&A Level-4 এবং Level-1, 2 ও 3 Computer Operation-এ জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

জাতীয় স্বীকৃত CBT&A Methodology Level-4 Certified IT Trainer & Assessor হিসেবে তিনি NSDA-এর ICT Skill-এর সর্বোচ্চ Level-6 জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

২০০৮ সালে কম্পিউটার শিক্ষার হাতেখড়ি নিয়ে শুরু হওয়া যাত্রায় তিনি এখন পর্যন্ত ৫-৬ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এর মধ্যে ৬-৭ শতাধিক শিক্ষার্থী সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মরত। রাসেল বলেন, “আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো, যখন শুনি আমার কোনো শিক্ষার্থী চাকরি পেয়েছে এবং তার পরিবারে আলো এনেছে।”

রশ্নি কারিগরি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট: মেহেরপুরের আইটি বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। রাসেলের স্বপ্নের ফসল রশ্নি কারিগরি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট খুলনা বিভাগে অন্যতম একমাত্র NSDA Level-6 অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দেশের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা Assessment দিতে আসে, যা মেহেরপুরের গৌরব বাড়িয়েছে।

গত ৮ বছর ধরে তিনি মেহেরপুর সমাজসেবা কার্যালয়ে সরকারি অনুমোদিত আইটি প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, যেখানে প্রতি ব্যাচে প্রায় ১০০ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। স্থানীয়দের মতে, “রাসেল শুধু একজন প্রশিক্ষক নন, বরং মেহেরপুরের ডিজিটাল স্বপ্নের নির্মাতা।”

রাসেলের পিতা এস এম রুস্তম আলী তাঁর প্রেরণার প্রধান উৎস।

স্থানীয়দের কাছে তিনি আজ আইটি বিপ্লবের আলোকবর্তিকা, যিনি প্রযুক্তির শক্তিতে বদলে দিচ্ছেন প্রজন্মের ভাগ্য।